যুগান্তর

তারিখ ....9 MAY 2010..
পৃষ্ঠা ৮..৬.. কলাম..২.......

# ইন্টারনেট সুবিধাবঞ্চিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

মনিরুজ্জামান, *ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যখন দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া হচ্ছে তখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে উল্টো পথে। বারবার প্রজেক্ট হাতে নিয়ে অর্ধ কোটি টাকা খরচ করলেও ইন্টারনেটের মুখ দেখেনি শিক্ষার্থীরা। ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা এবং তা সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজলভ্য করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার দ্বার প্রসারিত করার দাবি আজ সবার মুখে মুখে। কম্পিউটার সেন্টার সূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালের জুন মাসে সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়ে ঢাকার ডিএনএস স্যাটকম কোম্পানিকে ইন্টারনেট কার্যাদেশের অনুমোদন দেয়া হয়। কোম্পানিটি ইন্টারনেটের অংশ হিসেবে ২০০৬ সালে ১৫ মে একটি স্যাটেলাইট লিংক চালু করে। পরে ২০০৭ সালের ১৩ মার্চ প্রায় ৪৫ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে ভিস্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবস্থা উদ্বোধন করা হয়। ওই সময় কেবল শিক্ষক-কর্মকর্তারা ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ পেলেও শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা হয়। যোগ্য জনবলের অভাবে মাত্র দুই মাসের মধ্যে অন লাইন ইউপিএস নষ্ট হয়ে গেলে তা বিকল হয়ে যায়। অন লাইন ইউপিএস ঠিক করে আবারও সেই বছরের অগাস্ট মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হলেও তা আবার ২০০৮ সালের ২০ ডিসেম্বরে নষ্ট হয়ে যায়। পরে তা আবার চালু করা হয়। কিন্তু বিটিআরসিতে (তৎকালীন বিটিটিবি) এ ইন্টারনেট ব্যবস্থার লাইসেন্স করার ব্যাপারে ডিএনএস স্যাটকম প্রশাসনকে বারবার অবহিত করলেও লাইসেন্স না করায় ইন্টারনেট ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। ইন্টারনেট ব্যবস্থা আবার চালুর দাবিতে বারবার আন্দোলনে নেমেছে শিক্ষার্থীরা। সরকার পরিবর্তনের পর গত বছরের ৭ মার্চ ভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. এম আলাউদ্দিন ও প্রোভিসি হিসেবে প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন নিয়োগ পান। নিয়োগের পর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান ভিসি দ্রুত ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা দেন। কিন্তু এর বাস্তবায়ন হয়নি। পরে বিবিএ অনুষদের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে তিনি খুব দ্রুত সব বিভাগ, হল এবং লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট চালুর ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও চালু হয়নি শিক্ষার্থীদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত ইন্টারনেট। ইন্টারনেট চালুর জন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব রয়েছে ইবি কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক ড. মিজানুর রহমানের ওপর। তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'আগের ভিস্যাটের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ বাবদ (যে লাখ লাখ) টাকা খরচ করা হয়েছিল তা এখন আর কোন কাজেই আসছে না। আমরা বিটিসিএলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং রেজিস্ট্রেশনসহ অন্যান্য বাবদ ৬৩ হাজার টাকা দিয়েছি।' তিনি আরও জানান, ইন্টারনেট সার্ভিস চালুর জন্য এসএসএল (সিস্টেম সার্ভিসেস লি.) এর কাছে ই-১ কার্ডের অর্ডার দেয়া হয়েছে। তা চলে আসলে আমরা ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করতে পারব। হলগুলোর প্রত্যেক রুমে ইন্টারনেট দেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমরা প্রত্যেক হলের অফিস পর্যন্ত সংযোগ দেব। প্রত্যেক রুমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার বিষয়টি হল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে।' এদিকে শিক্ষার্থীদের আশংকা ইন্টারনেট সার্ভিস এবারও তাদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে না। এর ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ রেখে মুক্তজ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার পথ রুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কোন অপশক্তির হাত রয়েছে কিনা এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রাশেদুল ইসলাম অনু বলেন, ইন্টারনেট সার্ভিস সব বিভাগের ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মাহফুজুর রহমান বলেন, শুধু ইন্টারনেট চালু করলেই হবে না তা সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে।